ছয়াল গণী।

সর্ব্বউত্তম ! সাবেকী ছাপা !! আসল !!!

আবদুল আলী গারুলী

ও নিবারন সুন্দরীর পুথি।

সায়ের—মুন্সী মোহাম্মদ ইউনুছ সাহেব।

কপি স্বত্বের মালিক ও প্রকাশ কুমিল্লা নিবাসী মুন্সী মোয়াজ্জেম আলী সাহেব। তাহান পুত্র মহাম্মদ ইয়াছিন মিয়ার নিকট হইতে কপি স্বত্ব রেজেষ্টারী কাবালা দ্বারা খরিদ করিয়া ছাপাইলাম খরিদা সুত্রে মালিক ও

প্রকাশক—
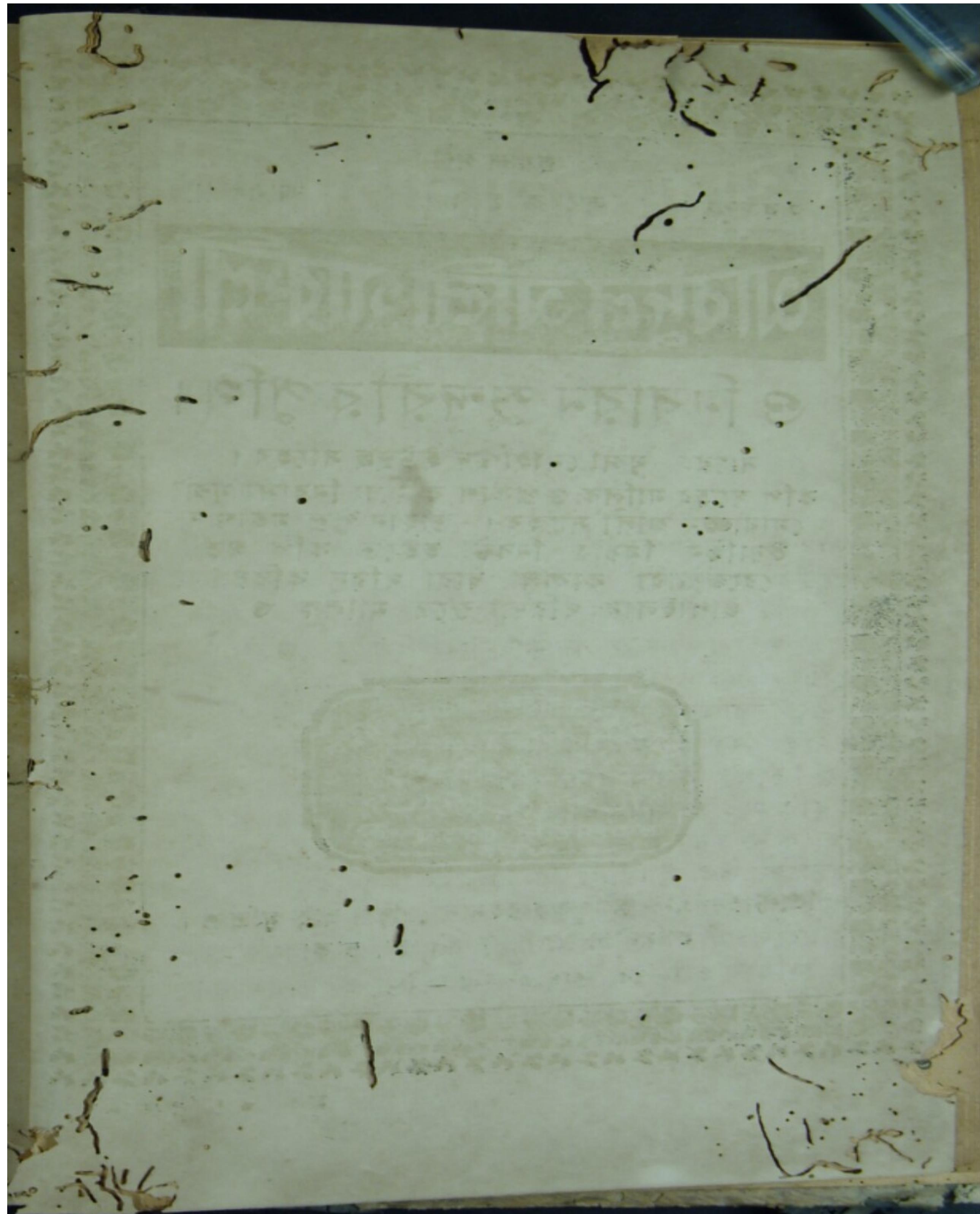
প্রিন্টার—এম, আজিজর রহমান চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।
হামিদীয়া প্রেস, চুড়িহাট্টা, ঢাকা।
ইং তাং ২০—২—৪৬।

মুল্য।॰ চারি আনা।

আবদুল আলী গাকিলা

ও নিবারন সুন্দরীর পুথি।

প্রভুস্তুতি।

পয়ার ❀ প্রথমে প্রনাম করি প্রভু করতার॥ ছায়া নাই কায়া নাই সুথ্যের আকার ❀ হস্ত নাই পদ নাই নাহি তার সির॥ অখণ্ড মহিমা প্রভুর নির্ম্মল শরীর ❀ নাহি খায় অন্ন দানা নাহি যায় ঘুম॥ কি হালেতে চলে বান্দা সদায় মালুম ❀ চুরি কি ডাকাতি কিম্বা করে জেনাকারী॥ এক দৃষ্টে দেখে আপে আল্লাবারী ❀ বান্দাকে করিয়া পয়দা প্রভু নিরাঞ্জন॥ দুনিয়ায় ভেজিয়া দিল বন্দেগী কারণ ❀ বদেতে নারাজ প্রভু নেক কামে রাজি॥ সেখানে না খাটিবে দুনিয়ার ফেরেব বাজি ❀ তিলে২ হিসাব লইবে আল্লা সাই॥ ঐ সময় কান্দিলে বান্দা উপায় বুদ্ধি নাই ❀ সময় থাকিতে কর আখেরের কাজ॥ জাতে আল্লা রাজি থাকে না হয় নারাজ ❀ প্রভুর প্রশংসা এবে রহিল বারণ॥ মা বাপ ওস্তাদের কথা শুন দিয়া মন ❀ নতসিরে নমস্কার ওস্তাদ চরণ॥ কাব্যযত্নে জার যত্নে পাইল শ্মরণ ❀ জনক জননী পদ বন্দি বহুবার॥ তাদের চরণে মোর শত নমস্কার ❀ মোহাম্মদ ইউনুছ কহে মন করি ভীত॥ ক্ষমিবে জানিলে দোষ বালক চরিত ❀ আমি অতি মুর্খ মতি বিদ্যা বুদ্ধি হীন॥ ছোট কালে পাঠশালাতে পড়েছি কত দিন ❀ বিদ্যা বুদ্ধি হীন কিন্তু মুর্খ পণ্ডিত॥ সায়েরী করিতে ইচ্ছা মনেতে বাঞ্ছিত এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত দিনু এই সব বানী॥ প্রভু স্মরি আরম্ভিনু কিচ্ছার কাহিনী ❀

কেচ্ছা-আরম্ভ।

ধুয়া—শুন সাধু ভাই॥ আবদুল আলীর গুণের সীমা নাই ❀

প্রভুর নাম আরাধিয়া, রছুলের নাম মনে লিয়া, আবদুল আলীর গান লৈয়া চৈল্লাম দুটি ভাই॥ আবদুল আলী নাম খাটি, বাড়ী ছিল ঝালপা কাটি, রূপে গুণে পরিপাটি, সমান কেহ নাই ❀ বয়েস যখন বৎসর কুড়ি, হাওয়া খায় অর্শে চড়ি, বরিশাল জিলাতে গেল তামাসা চাইবার লাই॥ সেথা যাই কিবা করে, সহর ঘুরিয়া ফিরে, আচম্বিতে ঘাড়ওয়ালের এক দলে পড়ে যাই ❀ পাহারুয়া ঘাড়ওয়াল তারা, নিত্য কর্ম্ম সর্প ধরা, শত শত সর্প রাইখেছে খাচাতে আটকাই॥ দাড়াইস আইলা চন্দ্রপোড়া, দুধরাজ তিলইক্কা বড়া, পানক শঙ্কনী কত লেখা জোখা নাই ❀ ঘাড়ওয়ালের এক মেয়ে ছিল, বয়স পনর ষোল, আর্শি চেয়ে চুল ঝাড়ে চিরুণী লাগাই॥ যেয়ছা মেয়ের মুখের ছটা, নারাঙ্গি হুদের গোটা, হুর পরী মোহ যায় থাকুক গোসাই ❀ কপালে তিলকে ফোটা, জানু শোম কেশের জোটা, আকুমার আছে কন্যা বিবাহ হয় নাই॥ মায়ের দুল্লভ ধন, নাম রাখে নিবারণ, আচম্বিতে আবদুল আলীর নজর পড়ে যাই ❀ নিবারণকে চক্ষে দেখি, পলক না মারে আখি, প্রেম বান হৃদে আসি বিন্ধিলেক সাই॥ আবদুল আলী যেই স্থানে, নজর করে নিবারণে, দুই জনের দৃষ্টির প্রেম চক্ষের আসনাই ❀ দু-জন দুইখানে রহে, ছটফট অঙ্গ দহে, ভঙ্গ প্রেমে কদাচিত রঙ্গ লাগে নাই॥ কহে কবি হীন মতি, চৌপদীতে দিতে ইতি, আবদুল আলীর বিবাহ কথা পয়ারে জানাই ❀

পয়ার ❀ এইখানে আবদুল আলী ভাবে মনেং কি রূপে মিলন হবে নিবারণের সনে ❀ ভাবিয়া চিন্তিয়া এক বুদ্ধি করে সার॥ সর্পের কুণ্ডলী বিনা নাদেখি বিস্তার ❀ তামাম দিবস ভরি খাড়া ছিনু এথা॥ একজন ঘাড়ওয়ালের নাহি পাই কথা ❀ শত জন মধ্যে এক নাহি পুছে বাত॥ কেমনে করিব প্রেম নিবারণের সাত ❀ এবলিয়া প্রভু নাম স্মরণ করিয়া॥ সর্প সব বন্ধ করে কুণ্ডলী ফুকিয়া ❀ সে সময় দিনমনি লুকায় অন্তরে॥ রাত্রি ভর রহে আবদুল দোকানীর ঘরে ❀ প্রভাতে ঘাড়ওয়াল সব করে কোন কাম॥ সর্প ঝুড়ি কান্দে লিয়া চলিল গেরাম ❀ ঝুড়ি হইতে সপ নিকলিতে না সর্প নাচ বায়ানা যাব যেইখানে হৈল॥ সবে মিলে করে যুক্তি ফিরিল ❀ সরম পাইয়া সবে আসিল ফিরিয়া॥

নিরালা বসিয়া ❀ জেন্দেগী ভরিয়া সর্প নাচাইয়া খাই ॥ আজি কেনে
সবের এই দশা হইল ভাই ❀ নছিবের দোষে কহে এক জন ॥ আর২
জন বলে তাহা না হবে কখন ❀ কল্য যে বিদেশী এক মোদের মকাম॥
সারাদিন খাড়া ছিল তার এইকাম ❀ এইকথা শুনি সবে বিশ্বাস করিল
হেনকালে আবদুল আলী আসিয়া পৌছিল ❀ ঘাড়ওয়ালেরা দেখি-
লেন আপনা নজরে ॥ কেহ বলে মার ধর বিদেশীর তরে ❀ বুদ্ধিমন্ত
জনে বলে না কহ এমন ॥ এই জন সামান্য না হবে কদাচন ❀ তার
দ্বারা হয় যদি মোদের বিহিত ॥ তথাপি তাহার নষ্ট না করা উচিত ❀
এই কহি ঘাড়ওয়ালেরা করে কোন কাম ॥ আবদুল আলী নিকটেতে
পৌছিল তামাম ❀ ছালাম আলেক দিয়া পুছিল খবর ॥ কোথা হৈতে
আসিয়াছ কোথা তেরা ঘর ❀ উচ্চ কাষ্ট চৌকি নিয়া বসিবার দিল ॥
পান তামাক দিল বহু মহাসা করিল ❀ নিজ হস্তে আবদুল আলীর পৃষ্ঠ
যে ধোলায় ॥ কেহ২ দাড়াইয়া পাঙ্খা করে গায় ❀ যত ঘাড়ওয়ালেরা
সব খেদমতে রহিল ॥ বহু প্রেম করি পরে খানা খেলাইল ❀ তার
পরে আবদুল আলী পুছিল খবর ॥ কি জন্যে আমাকে এত করহ
আদর ❀ ঘাড়ওয়াল বলিল তাহা হুজুরে জানাই ॥ কল্য যে আপনি
এসে ছিলেন এই ঠাই ❀ সে হইতেই আমাদের সর্প রাজ যত ॥ নাচে
ক্ষান্ত হইয়াছে কুণ্ডলীর মত ❀ আমরা ঘাড়ওয়ালা সর্প নাচাইয়া খাই
হুজুরের নিকটে কসুর মাফ চাই ❀ সর্প রাজ করে দেহ সাবেক প্রকার
যাহা চাহ তাহা দিব করিনু করার ❀ আবদুল আলী আইনু মেহমান
হইয়া ॥ এক জন না পুছিলে আমার লাগিয়া ❀ সেই জন্যে বহু গোস্বা
হইল মোর মন ॥ কুণ্ডলীতে বন্ধ করি যত সর্পগণ ❀ ঘাড়ওয়ালেরা
বলে কর অপরাধ মাফ ॥ মেহেরবাণী করে ভাল করে দেহ সাঁপ ❀
আবদুল বলেন তবে শুনহ খবর ॥ নিবারণের সঙ্গে যদি দেও সয়ম্বর
কুণ্ডলী হইতে সর্প করিব খালাস ॥ এবে মনস্তাপ ব্যক্ত করহ সন্তাস
সবে বলে এই বাতে হইলাম রাজি ॥ কিন্তু মত হয় কিনা আপনার
মরজি ❀ নিবারণকে দিব বিবা ক্ষতি কিছু নাই ॥ কোথায় পাইব মোরা
এমন জামাই ❀ এই কহা বলা করি সকলে মিলিয়া ॥ আবদুল আলী
স্থানে দিল নিবারণের বিয়া ❀ রঙ্গে ঢঙ্গে সমাধা হইল শুভ কাজ ॥
কুণ্ডলী হইতে মুক্ত করে সর্পরাজ ❀ দিন মনি লুকাইয়া রজনী হইল ॥
আবদুল আলী নিবারণের বাসরে পৌছিল ❀ নিবারন আছিলেক পঙ্ক

তাকাইয়া ॥ হেনকালে আসিয়া পৌছিল প্রাণ প্রিয়া ✽ দোহাকার রূপে দোহে আছিল মগন ॥ নিমিষে হইয়া গেল প্রিয়ার দর্শন ✽ মধু পানে উন্মত্ত আছিল তার মন ॥ তার দ্বিগুণ বৃদ্ধি ছিল নিবারণ ✽ শুইলু পালঙ্গে যাই কন্যা কোলে করি ॥ কানাই পাইল যেন রাধিকা সুন্দরী ✽ ছয়ফল মুল্লুক যেন পাইল লাল মতি ॥ রত্ন হেন পায় যেন কন্যা পদ্মাবতী ✽ সেই মত আবদুল আলী পায় নিবারণ ॥ খুসিতে ভুসিতে হইয়ে তুষ্ট হইল মন ✽ এইমতে দুইমাস গত হইয়ে গেল ॥ আবদুল আলী নিবারন কহিতে লাগিল ✽ কহিয়া বলিয়া দোহে বিদায় হইলু ॥ আবদুল আলী নিবারন দেশেতে পৌছিল ✽ আবদুল আলীর মায়ে যদি পাইল খবর ॥ পুত্র বধু দেখে বুড়ি খোসাল অন্তর তুষ্ট হইয়ে পুত্র বধু তুলি লৈল কোলে ॥ লক্ষ২ চুম্ব দিল শ্রীকণ্ঠ কপালে ✽ পুত্র বধু লয়ে বুড়ি খোসালে রহিল ॥ এই রূপে এক মাল গুজারিয়া গেল ✽

সর্পের গান আরম্ভ।

চিতং মিল ✽ আবদুল আলী নিবারন, খুসি খোসালিতে দোন থাকে হামেহাল, দেখনা বিধিয়ে কিবা ঘটায় জঞ্জাল ॥ শুন যত গুণীগণ করিয়ে খেয়াল ✽ একদিন নিবারনে, শুয়ে ছিল তুষ্ট মনে, বিছানার উপর ॥ স্বপনেতে দেখে এক সর্প অজাগর ✽ কহিতে লাগিল সর্প নিবারন গোচর ✽ নিবারণ তোমাকে বলি, তোমার পতি আবদুল আলী, জানে সর্প ধরিতে, পাঠাইয়া থালি দক্ষিণ মুখি থাকি ঘাড়াতে ✽ দোল্লা একটা পাঠা, নিবে আমায় ধরিতে ✽ এমন স্বপন দেখে, নিবারন শুয়ে সয্যাতে, চমকি উঠিয় আচম্বিতে, দেখে আবদুল বলে হায়রে হায় ॥ কি জন্যেতে প্রিয়সিনী কাঁপে সর্ব্ব গায় ✽ শান্ত হয়ে নিবারনে কহে আবদুলের স্থানে ॥ শুন দিয়া মন, যেইমতে আসি সর্পে দেখাইল স্বপন, একে২ আদি অন্ত কহে নিবারনে ✽ এত শুনি আবদুল আলী, প্রভুর নাম নাহি বলি, দর্প করে কয়, পাঠা বলি চাহে সেই কোন সর্প হয় ॥ পাঠা নাদি ধরব সর্প তাতে কিবা হয় ✽ দাড়ি মাঝি ডাকি তখন বলে নৌকা কর সাজন, যাব সর্প ধরিতে, অধিন বলয় তোমার মৃত্যু নিকটে ॥ প্রভু নাম পাশরিলা মরনের পথে ✽

আবদুলের মায়ের বিলাপ।

ধুয়া—বাছারে তোরে, মায়ে নিষেধ করে॥

আবদুলেরে যেওনা দুঃখিনীর বাছা, তোরে মায়ে নিষেধ করে ❀

সর্প ধরিতে যাররে আবদুল চড়িয়া নৌকায়॥ পাষাণ হৃদে মারি কান্দে আবদুল আলীর মায় ❀ যেইওনা২ বাছা সর্প ধরিবার॥ ছটফট করে যেন কলিজা আমার ❀ এক মায়ের এক পুত্র নির্দ্ধনীর ধন॥ তোমায় ছাড়িয়া মায়ে ত্যজিব জীবন ❀ বারে২ যাওরে নিমাই নাহি করি মানা॥ আজি কেন মায়ের মনে প্রবোধ মানে না ❀ নাহি যাও বাছা ধন মায়ের কথা শুনি॥ আজিকার মহিম ক্ষেন্ত কর যাদুমনি ❀ এইমত কান্দি২ বুঝায় তার মায়ে॥ কিছুতেই না মানিল মায়ের কথায়ে

চিতং মিল ❀ তেরশ পনর সনে, মাঘ মাসে আট দিনে, বরিশাল জিলায়, বরিশালের অন্তর্গতে ঘটনা উদয়॥ কহিতে সেসব কথা প্রাণে নাহি শয় ❀ সে-সব কথা বলিতে, বাসনা হইল মনেতে; শুনেন সর্ব্ব জন, কর্ণ লাগাইয়া শুনেন সে-সব কথন॥ কিরূপে সে আবদুল আলী হইতেছে মরন ❀ বাড়ী ছিল ঝালপা কাটি, রূপে গুণে পরিপাটি, এক বিবি ছিল তার, সতর খানি নৌকা ছিল তার আজ্ঞা কার॥ সর্প ধরা বিনে তারগো না ছিল কারবার ❀ মাঘ মাসের আট রোজেতে, লোক জন লইয়ে সাথে সর্প ধরিতে, সতর খানি নৌকা লই গেল পাটুয়া-খালিতে॥ লোকজন রাখি আবদুল উঠিল কুলেতে ❀ জননী ও নিবা-রণে, দাড়ি মাঝি সর্ব্বজনে রাখিয়া নৌকায়, একেলা চলিল আবদুল সে সর্প যথায়॥ সর্পের ঘাড়া দেইখে পরে নিরক্ষিয়ে চায় ❀ কোথায়রে ডাকচ্ছ সর্প, করিয়া মহা দর্প, এখন রহিলে কোথায়॥ ছত্রিশ রাগিনী আবদুল বাশীতে ফুকয়॥ সুনিয়া সে বাশীর সুর, সর্পে অঙ্গরে ফুলায় ❀

পয়ার ❀ সর্প উঠ মন্ত্র ফুকে বাশীর ভিতর॥ ঘাড়ার সম্মুখে আবদুল কহে বারেবার ❀ আগে তুমি নিবারনকে দেখাইছ স্বপন॥ আমায় দেখিয়া কেনে রহিলে গোপন ❀ দোল্লা পাঠা আনিয়াছি তোমার লাগিয়া॥ ঘাড়া হইতে উইঠে একবার যাও দেখা দিয়া ❀ শীঘ্র আস ঘাড়া হইতে না করিও ভয়॥ না উঠিলে ঘাড়া খুদি ধরিব নিশ্চয় ❀ একেত ছিরের বাত আর বিনার সুর॥ শুনি উঠে মহা সাপ মৃত্তিকা করি চুর ❀ কবি বলে আবদুলেরে বিধি হৈল বাম॥ ঘাড়া হইতে অঙ্গ ফুলাই উঠে সঙ্গরাম ❀

চিতং মিল॥ কোম্পানীর ইঞ্জিলের কলে, কল টিপিলে ধুয়া চলে সোং শব্দ ভয়ঙ্কর, সেইমত উঠে সর্প করি চূর্ণকার॥ শুনিয়া সে শব্দ আবদুল কাঁপে থরং ❀ হু হুঙ্কার করি সর্পে, মাথা তুলে মহা দর্পে, চক্ষু মেলি চায়, এক মুটি ধুলা মারে সে সর্পের মাথায়,॥ নাহি মানে ধুলা পড়া অমনি সে পেচায় ❀ পেচাপেচি বিষম পেচি, হাড় মাংশ লিল খেচি, আবদুল বলে হায়রে হায়, কোথা রৈলে মা জননী সর্পে মোরে খায়॥ কোথা রৈল নিবারন এসনা ত্বরায় ❀ সোয়া হাত সর্প ছিল, পাচত্রিশ হাত হইয়া গেল, নামে শঙ্কুরাম সতর জোড়া বাশের সঙ্গে অমনি পেচায়॥ ডলকেং রক্ত পড়ে সে বাশের গোড়ায় ❀

আবদুল আলীর বিলাপ।

পয়ার ❀ আহারে পাপিষ্ট সর্প দুষ্ট দুরাচার॥ বধু সঙ্গে দর্প করি হইলাম সংহার ❀ নিবারনের সঙ্গে কত করিলাম জেদ॥ মরন কালে না শুনিলাম মায়ের নিষেধ ❀ কৈয়রে পবন যাই জননীর কাছে॥ তোমার পুত্র আবদুল আলী সর্পে ধরিয়াছে ❀ কোথায় রৈল ইষ্ট মিত্র কোথায় বন্ধুগণ॥ কোথায় রৈল সতর খানি নৌকার মহাজন ❀ কোথায় রৈল দাড়িমাঝি কোথা লোক জন॥ নিদানে পাইয়া সর্পে বধিল জীবন সিমাল ধুতি জরীর টুপি কোথায় চেকন॥ কোথায় রৈল অঙ্গের ভুষন কোথায় নিবারন ❀ মনেতে আসঙ্কা করি মোরে খাইবার॥ এখন যদি নিবারন পায় সমাচার ❀ কখন খাইতে না পারিবে কদাচন॥ এতবলি আবদুল আলী জুড়িল কান্দন ❀ নছিবেতে ছিল সর্পের ডংশেতে মরণ হায়ং কোথায় রৈল গুণের নিবারন ❀ কৈয়রে পবন তোমার পুত্রের মরন॥ তালাশ করিয়া তারে আনো এইক্ষণ ❀ এইমতে বিলাপিয়া কহে প্রভুস্থান॥ হেনকালে খবরুয়া আইল একজন ❀

চিতং মিল ❀ কাটাখালীর তমিজদ্দিন, তাঁর ভাই মফিজদ্দিন, সে বাশ কাটিতে যায়, এক ফোটা রক্ত পড়ে তমিজদ্দিনের গায়॥ এহাল দেখে ধায় তমিজ সাপরিয়া যথায় ❀ আরও রক্ত বাশের গোড়ায়, দেখিয়া উপরে তাকায়, নজর করে চায়, সর্পের পেচে দেখে এক মানুষ তথায়॥ পেচাইয়ে ধরছে সাপে বাশের আগায় ❀ দেখি সেই মহা সাপে, তমিজদ্দির অঙ্গ কাঁপে, ভয়েতে পালায়, নদীর কিনারে থাকে ডাকে সাপড়ায়॥ সাপের মুখে একজন মানুষ মারা যায়, সাপেরাং ভাই ডাকি, তোগো এক জন মানুষ নাকি, আজি সাপে ধরে

খায় ॥ একথা শুনিল কেবল আবদুল আলীর মায় ॥ কি হৈল কি হৈল বলি এগো ভূমিতে লুটায় ❀

জননীর দোছরা বিলাপ।

পয়ার ❀ যবে এই কথা মায়ের কর্ণেতে শুনিল ॥ আত্মঘাতি হৈয়ে মায়ে ভূমিতে পড়িল ❀ কি শুনিলাম২ ওরে যাদুমনি২ ॥ কে কহিল২ মোরে এই বানি ❀ কেনে যাদু মায়ের কথা করিলে অদুল ॥ কে নিল২ মায়ের প্রাণের আবদুল ❀ কে নিল২ মোর চক্ষের অঞ্জন কি হৈল২ মোর নয়ানের ধন ❀ কে নিল২ মায়ের নয়ানের জ্যতি ॥ কে নিল২ মায়ে হব আত্মঘাতি ❀ কে নিল২ মায়ের বুক কৈরে খালি ॥ কেমনে ডংশিলে সাপ মায়ের আবদুল আলী ❀

নিবারনের বিলাপ।

চিতং মিল ❀ এমত বিলাপি করে, ধর্য্য ধরাইতে নারে, আবদুল আলীর মায়, পোড়া মুখি কপাল তোর মন্দ হইয়ে যায় ॥ গোস্বা হইয়ে নিবারনের লাথি মারে গায় ❀ ছিল ঘুমেতে, শ্বাশুড়ীর পৃষ্ঠাঘাতে, অমনি উদ্দিশ পায় ॥ ঘুমের ঘোরে শ্বাশুড়ীয়ে কি জন্যে জাগায় ॥ কান্দি২ কহে কথা আবদুল আলীর মায় ❀ নিবারণ তোল কপাল দোষে, পতি তোর সর্পে ডংশে, কহিনু তোমায় ॥ নছিব হইল মন্দ ডংশে শঙ্কুরায় ॥ কি করগো নিবারণ শুয়ে বিছানায় ❀

পয়ার ❀ এক লাথি দুই লাথি তিন লাথি পর ॥ চৈতন্য লভিত কন্যা নিবারন সুন্দর ❀ কি হৈল২ বলি কান্দে উভরায় ॥ আহা বিধি বজ্রাঘাত পড়িল মাথায় ❀ কেমন সর্পে খায় জানি পতি প্রাণ ধন ॥ আহা প্রভু দুখিনীয়ে ত্যাজিব জীবন ❀ সে সর্পের দংশন পাইলে মারিতাম কাছাড়ি ॥ আহা বিধি হইলাম বুঝি কাঙ্গা রাড়ি ❀ এমত বিলাপি কন্যা কান্দে উভরায়॥ তৈল সিন্দুর মাথে দিয়ে আশি ধরি চায় ❀ সিতায় সিন্দুর হইলেক মলিন আকার ॥ হায়২ পতি বিনে জীবন অশার ❀ আবদুল শোকেতে কান্দয় নিবারন॥ পশু পক্ষী কান্দে আর পারা পরশিগণ ❀

চিতং মিল ॥ শোগেতে মউজ উইঠে, নিবারনের হৃদ্র ফাটে, বলে শ্বাশুড়ীর সদন, স্বামী আদর্শনে করব গরল ভক্ষণ ॥ বিদায় দেহ জননী না যাব পতীর দর্শন ❀ পাগলিনী মত কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্দে, কান্দে উভরায়, দৌল্লা পাঠা লিয়া গেল সে সর্প যথায় ॥ সাপের পেচে

দেখে পাতি বাশ জুড়ার আগায় ❀ নিবারন সেখানে গেল, দৌল্লা পাঠা বলি দিল, সর্প নামের পর, চতুরদ্দিগে লোক খাড়া কাতারে কাতার ॥ হায়২ করে কেহ কান্দে জারেজার ❀ একের মুখে একে শুনি এক, ধেয়ে এল শত লোক, সে সর্প চাইতে, কুল বধু জবা মেয়ে আইল দেখিবতে ॥ উকি মারি দেখি আবদুল সর্পের পেচেতে ❀ থাকুক পুরুষ যত, রমণীগণ শত২, এল ধাওা ধাই এক বধু কহে একে জামিনীলো রাই ॥ সর্পের গাছে মানুষ তোলে এমন শুনতে পাই ❀ এক বধু লগ্যি করতে, লোটা হাতে বাহিরেতে, আসি শুনতে পাই, গাছের গোড়ায় লোটা রাখি লোক চলিল ত্বরায় ॥ কত বধু ধেয়ে এল বস্ত্র নাহি গায় ❀ হাজারে২ লোক; আসি জমা হইলেক, দেখে আবদুলের মরন, কেহ কান্দে কেহ ধন্ধে অজ্ঞান যেমন ॥ কেহ হইল হুশ হারা কেহ ভয়ে কম্পমান ❀ সরস্বতী আসর যেন, চারিদিগে লোকগণ, মধ্যে গায় গান সেইরূপ খাড়া লোক মধ্যে স্বামীর বিচ্ছেদ ধ্বনি শোকাকুলি মন ❀

পয়ার ❀ তার পরে নিবারন করে কোন কাম ॥ করিয়া মোহিনী বস্ত্র পড়িল তামাম ❀ মন্ত্র পড়ি ঘিগ্যজ কড়ি জমিনে ফালায় ॥ ভোঽ শব্দ কড়ি২ উঠিল ত্বরায় ❀ কড়িকে বলিল ধ্বনি আগে ছিলে বার ॥ আগে ছিলাম তব পিতার এখন তোমার ❀ মোর যদি হবে কড়ি কহি বারে বার ॥ মস্তকে কামড়ি ধর সর্প শঙ্কুরার ❀ এতশুনি সেই কড়ি কুর্দিয়া চলিল ॥ সর্পের মস্তকে সেই কামড় মারিল ❀ নড়িতে চড়িতে সর্পের শক্তি না রহিল ॥ যোল পেচি লেজ ক্রমে খসাইতে লাগিল ❀ থেকে কড়ি সর্পের মুণ্ডে মারহ ঠঁকর ॥ নিদানে সে দুষ্ট সর্প হইল কাতর ❀ আপন লেজের পেচ খসাইয়া লয় ॥ পাচল্লিশ হাত সর্প ছিল সোয়া হাত হয় ❀ গড়াইয়া দুষ্ট সর্প মাটিতে গিরিল ॥ আবদুল আলী বাশের ঝাড়ে আটক রহিল ❀ কেহ যাই আবদুলেরে নিল নামাইয়া ॥ নিবারন রাখে সর্প পাতিলে ভরিয়া ❀ যেই বাশ পরে সর্প উঠাইয়া ছিল ॥ সেই বাশে ডাল ভাঙ্গি পিঠেতে লাগিল ❀ সাপ কাটা তন্ত্রে ঝাড় ফুকে ঘনে ঘন ॥ বহুক্ষণ ঝাড় ফুকে কিছু হুশ হন ❀

থানায় এজহার ও পুলিশের তদন্ত।

নিদারুন স্বামীকে নিয়ে, নাসিকাতে হাত রাখিয়ে, সোয়াশ ধইরে চায়, কিঞ্চিৎ বিলম্বে তার, কিছু নিশ্বাস পায় ॥ দশটি টাকা দিয়ে নিল আর্মভলি থানায় ❀ দারগা জিজ্ঞাস করে, মৈল বেটা কি প্রকারে,

কহেন মোরে সাপ কাটা রুগি এই কহিল তারে ॥ একথা হীরালাল বাবু বিশ্বাস না করে ❀ সাপ কাটা লাশ হইলে, হাত পাও কেন ভাঙ্গিলে, সত্য কৈরে কও, অনাহুক কথা কেন কহিয়া বাড়াও ॥ পষ্ট ভাবে কথা বৈলে সম্মান নিয়ে যাও ❀ দেখ চিনা বেত দিয়া, ফাটাইয়া দিব টিয়া, বুঝিবে পাছে, স্বামী মেইরে বলছে মাগি সর্পে কাটাইছে ॥ এসব কথা নাহি খাটে পুলিশের কাছে ❀ এত শুনি নিবারনে, ভয় পেয়ে মনে২, বুদ্ধি কৈল সার, দশ টাকা গোপনে দিল হাতে দারগার॥ ঘুস পেয়ে হীরালালে কহিল সভার ✻ নিবারনের জবান বন্দি, শুনি সব কথার সন্ধি, চলে ঘটনার স্থান, তদন্ত করিয়া পরে আসে তুরমান॥ উপরে লিখিয়া দিল সর্পে কাটা মরণ ✻

উভয়ের বিলাপ।

চিতং মিল ✻ সেথা হইতে নিবারনে, পতি লয়ে নিজ স্থানে, কেন্দে যায়, উচ্চস্বরে ধরি কান্দে শ্বাশুড়ীর গলায় ॥ হেলায় হারাইনু আমি পতি স্বামীরায় ✻ আবদুল আলীর মায়ে বলে, কেন বিধি দেখাইলে, পুত্রের চন্দ্র মুখ, পাষাণে মারিয়া মাথা ফাটাইলে বুক, কোথায় চৈল্লাছ বাচা আমায় দিয়ে দুঃখ, এক পুত্র ছিলা তুমি, রূপে গুণে মহানামী, দুঃখিনীর ধন, বিদেশে আশিয়া বাছার হইল মরণ ॥ এত শুনি কান্দে যত নৌকার মহাজন ✻ বধূ শ্বাশুড়ী কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্দে, করে হায়২ আহা বিধি, কিবা দুঃখ ঘটাইলে আমায় ॥ কি দোষে শ্বাশুড়ীগো আমার নছিব টইলে যায় ✻ এইমতে বিলাপিয়া সর্পের পাতিল হাতে লৈয়া, কহিল বচন, আমার পতিকে সর্প কৈরাছ ডংশন ॥ দেখ পতির দাদ তোমায় করিব সোধন ✻ শুন কহি ওরে পাপ, তব চেয়ে বড় সাপ, নিজ গুণেতে দর্প চুর্ণ করি লাথি মারি মুণ্ডেতে ॥ সেই জনের স্বামী মারা যায় তোর হাতে ✻ শত পঞ্চ ভাবে তাহা, হিসাবেতে হয় যাহা, তোমার মুখেতে, উঠাইয়া নিব আমি নিজ গুনেতে ॥ খণ্ড২ তোমার মুণ্ড কৈরব পরেতে ✻ এমত বড়াই কৈরে কহে কথা সে সর্পেরে, একে নাহি ভার, অধিন বলয়ে গুণ না লাগিবে আর ॥ আরশে থাকিয়া আল্লা হইল বেজার ✻ নিবারনে বলে সর্প, কোথায়রে তোর মহাদর্প, রহিল এখন ॥ একা পতিকে পাই, করেছ দংশন ✻ মন্ত্র ফুকি করে অঙ্গে দিল নিবারন, তখনে যাইয়া কড়ি,

সর্পের মুণ্ডে বসে চড়ি, কি করে তখন ॥ যন২ মন্ত্র ফুকে গুণের নিবারণ, দেখনা কি হাল ঘটায় প্রভু নিরাঞ্জন ❀

পয়ার ❀ তারি পরে কিবা হয় শুন গুনিগণ ॥ কড়ি প্রতি আদেশ করিলু নিবারন ❀ কড়িকে বলিলে তুমি আগে ছিলে কার ॥ পুর্ব্বে ছিলু তব পিতার এখন তোমার ❀ মোর যদি হও তুমি হইলাম খুসি॥ শত্রু পক্ষ অংশে যাহা লও শীঘ্র চুসি ❀ হুকুম পাইয়া কড়ি করিল পালন ॥ নিরারন মন্ত্রপাঠে ফুকে যনেঘন ❀ প্রভুর আদেশ রদ হইবার নয় ॥ আজাজিল তরে প্রাণ হুকুম করয় ❀ যাওরে সয়তান তুমি নিবারণের দেল্লে ॥ যত মন্ত্র ভুলাইয়া দেহ এক কালে ❀ আমার ভরসায় বেটি না করিল কাজ ॥ এখন তাহারে আমি কি দিব লাজ ❀ আজাজিলে সয়তান লই প্রভুর আদেশ ॥ নিবারণের শরীরেতে করিলে প্রবেশ ❀ গাও মুখে সর্প মুখ একত্র করিল ॥ সে সময় আজাজিল মন্ত্র ভুলাইল ❀ ঘুরাই ফিরাই মন্ত্র পড়ে বারে বার ॥ কোন মতে না পারে পড়িতে পুনঃবার ❀ কড়ির দংশনে সর্প আছিল হয়রান॥ মন্ত্র ভুলনেতে সর্প পাইল আছান ❀

চিতং মিল ❀ মন্ত্রের জোর না পাই কড়ি, সর্পের মুণ্ড দিল ছাড়ি কড়ি গড়াইয়া পড়য় ॥ খালাস পাইয়া সর্প ভরিল গোস্বায় ❀ দেখনা কি হাল পয়দা করিল খোদায় ॥ গোস্বা হৈয়ে সেই সাপ, শ্বাসড় ছাড়ে অগ্নি তাপ, ভয়ে নিবারন, হায়ে মুখে সদা পাগলের লক্ষণ ॥ সমকালে পাসরিলা প্রভুর শ্মরন ❀ গোস্বায় সে শ রায়ে, অগ্নি শ্বমশ্বর হৈয়ে, লইয়ে মুখে আকাশে উঠিল, লই আবদুল আলীকে ॥ আচম্বিতে বজ্রাঘেল পড়িল বুকে ❀ নিবারন সেই যড়ি, আচম্বিতে ভুমে পড়ি, পতির কারন ॥ আহা বিধি এই বুঝি অদৃষ্টে লিখন ❀ হারাধন দিয়ে পুনঃ নিলে কি কারণ ॥ এই তোর ছিল মনে, কেড়ে নিলে পতি ধনে, প্রভু নিরাঞ্জন ॥ এপোড়া যৌবন আর রাখি কি কারন ॥ স্বামী বিনে কামিনীর বিফল জীবন ❀ হায় বিধি কি করিলে, দুঃখানলে ভাসাইলে নাহি দেখি কুল ॥ অধিন বলয় তোমার, দিশা হৈল ভুল, যার পাশে কান্দ তুমি সে বিপক্ষের মুল ❀

জননীর তেহরা বিলাপ।

চিতং মিল ❀ কেহ যাই খবর পৌছে, আবদুল আলীর মায়ের কাছে, কহিলেক যাই ॥ তোমার পুত্র নিল সর্পে শূন্যেতে উড়াই,

মুচ্ছাঘাত ভুমে পড়ি লুটাই ❀ হায় কেরে বুড়ি, মাথায় মারে সোটার বাড়ি, উন্মাতের প্রায় ॥ এইনি ললাটে লিখে ছিলে বিধাতায়, মাতা রেখে পুত্র আগে স্বর্গে চৈলে যায় ❀ নিবারনে কেন্দে বলে, শ্বাশুড়ীর ধরি গলে, প্রাণ ফাটে যায় ॥ কোথা গেলে পাব আমি বাকা শ্যামরায়, কোথা নিল দুষ্ট না জানি নিশ্চয় ❀

পয়ার ❀ এইথানে এইকথা রহিল বারন ॥ আবদুল আলীর কথা কিছু শুন গুনিগণ ❀ আবদুল আলীকে নিয়া সর্প দুরাচার ॥ মুলাদি নগরে গিয়া হইল নমুনার ❀ গৃস্থের বধূ এক সেই নগরের ॥ ঝাড় কাশ করিতে আছিল উঠানের ❀ মেঘের গর্জ্জন মত কম্পিত মেদিনী ॥ শুনিয়া আকাশ পানে দেখে সেই ধনি ❀ সুন্যে দেখে অজাগর-মনুষ্য তার মুখে ॥ দেখি বধূ শ্বাশুড়ীকে ঘনং ডাকে ❀ দেখগো শ্বাশুড়ী আসি করিয়া নজর ॥ মুখেতে মানব সুন্যে উড়ে অজাগর ❀ তা শুনিয়া যত নারী ধাইয়া আসিল ॥ হায়ঃ শব্দ মুখে বলিতে লাগিল ❀ কাহার বাচাকে জানি সর্পে নিয়ে যায় ॥ হায় জানি কেমনে রহিয়াছে তার মায় ❀ অবলা কালেতে বধূ মা বাপের ঘর ॥ মিয়াজির নিকটে শিখিয়াছিল মন্তর ❀ আচম্বিতে সেই কথা হইল স্মরন ॥ শ্বাশুড়ী নিকটে বধূ কহিল তখন ❀ শুনগো শ্বাশুড়ী আমি তোর পায়ে ধরি ॥ আপনার হুকুম হইলে লামাইতে পারি ❀ এইকথা শ্বাশুড়ীয়ে যখন শুনিল ॥ খুসি হৈয়ে বধূ প্রতি হুকুম করিল ❀ হুকুম পেয়ে মন্ত্র পাঠে হস্তের পিছা দিয়া ॥ মৃত্তিকাতে তিন বারি মারিল কসিয়া ❀ উর্দ্ধমুখি মৃত্তিকাতে ধূম জালাইল ॥ সেই সহরেতে সর্প লামিয়া আসিল ❀ সর্প পড়ি মারিলেক অজাগরের গায় ॥ পাচল্লিশ হাত সর্প ছিল সোয়া হাত হয় * ফের সর্প পড়িয়া দিল সেই ধনি ॥ চুঙ্গল হইতে মুখ উঠায় তখনি * পুনঃবার সর্প মারে বিবী নেককার ॥ ডংশঘাতে মুখে বিষ করিল আহার ❀ তার পর সর্প রাজ বিদায় হইল ॥ দণ্ড চারি বাদে আবদুল উঠিয়া বসিল * সকলে বলিল তারে কিবা তোর নাম ॥ কোন জাতি হও তুমি কোথায় মোকাম * একথা শুনিয়া আবদুল কান্দিয়া উঠিল ॥ আদি অন্ত সব কথা প্রকাশ করিল * বিবীকে ডাকে মা মিয়াকে ডাকে বাপ ॥ দাওয়া পানি করে বিবী যেমন এবছাফ *

——০:]❀[:০——

পতি অদর্শনে নিবারণের খেদ।

ধুয়া—বন্ধু আড়নয়নে ও নাথ আড়নয়নে ও তারে
আড়নয়নে দেখিলাম না।

ত্রিপদী ❀ অবলা কালেতে নাথ, বিয়া হৈল তোমারি সাথ, এক দিন না বঞ্চিনু সুখে॥ মা বাপের ঘরে ছিনু, পতি কি ধন না বুঝিনু, এবে মোর জীবন গেল দুঃখে ❀ তুমি নাথ দূর দেশ, আমি নারী তনু শেষ, ভাবিতে২ হয় ক্ষয়॥ মনে কহে কিবা করি, আত্মঘাতি হৈয়ে মরি, বিষ খেয়ে মরিব নিশ্চয়॥ আহা সর্প দুষ্ট মতি, কোথা লুকাইলে পতি, তাহা নাহি জানি অভাগিনী॥ নিঠুর তোমার মন, কেড়ে পতি প্রাণ ধন, দুঃখিনীরে কল্লে কাঙ্গালিনী ❀ একবার বাশ গাছে, অভাগিনী যায় পৌছে, নামাইনু পেয়ে বড় দুঃখ॥ ফের তুলি আকাশেতে, কোথায় নিলা আচম্বিতে, নাহি দেখি পতি প্রাণ মুখ ❀ এমত আক্ষেপ মনে, কান্দে সদা নিবারনে, মুখে সদা করে হায়২॥ কোথা রৈল প্রাণ প্রিয়া, অভাগিরে পাশরিয়া, মন দুঃখে বারমাসী গায় ❀

নিবারনের বারমাসী।

চিতং মিল ❀ প্রথম মাঘ মাসে, মোর পতি সর্পে ডংশে, দুঃখে গেল মাস॥ নুতন২ যুবতীরা মন অভিলাষে, স্বামী পাশে থাকে খোসে মোর সর্ব্বনাশ ❀ এইত জাড়ার দিন, যুবতী রমণী গণ, জরাজরী হয়॥ গোয়ায় তারা পতি কোলে লই, আমি দুঃখি পোড়া মুখি, পতি ঘরে নাই॥ আইলরে ফাল্গুন মাস, মোর পতি দূর দেশ, আছে কিনা নাই॥ আর্শি ধরি চাহে সিন্দুর মলিন হয় নাই॥ মাঘে সর্পে নিচে দিবে, ফাল্গুনে পৌছাই ❀

পয়ার ❀ · চৈত্র মাসে শ্বাশুড়ীগো হালিয়ার বনে বিচ॥ আনগো কোটরা ভরি খাইয়া মরি বিষ ❀ একেত রবির জ্বালা প্রচণ্ড অনল॥ সমুদ্রেতে ঝাপ দিলে না লাগে শীতল ❀ এইত বৈশাখ মাসে সুশাগ নালিতা॥ সব লোকে খায় সাগ মোর হস্তে তিতা ❀ অঙ্গে পাখা নাই পতি পাশে উড়ি যাব॥ বান্ধব নাহিক কেহ সংবাদ পাঠাব ❀ জ্যৈষ্ট মাসে খায় সবে আম কাঁঠাল রসে॥ কারে লৈয়া খাব আজি পতি নাই দেশে ❀ আমিত অবলা নারী পতি ঘরে নাই॥ রজনী কাটাই আমি কার মুখ চাই ❀ আষাঢ়েতে নব জল খালে আর বিলে॥ প্রাণ বন্ধু নাই ঘরে কেবা জল ঢালে ❀ অবলা কালেতে মোর না পুরিল

আস ॥ হায় নাথ অভাগিনী সমুলে নাশ ❀ শ্রাবণ মাসে পতি স্বামী নয়া নবীন খায় ॥ মোর কপালে মন্দ পতি সর্পে নিয়ে যায় ❀ আহারে পাপীষ্ঠ সর্প দুষ্ট দুরাচার ॥ কোথা নিয়ে রেখে আছ পতিকে আমার এইত ভাদ্র মাসে গাছে পাকা তাল ॥ যোগের যোগিনী হইয়া হস্তে লইব থাল ❀ হস্তে থাল লই আমি ভিক্ষা মাগি খাব ॥ যথায় গেছে প্রাণ নাথ তথায় চৈলে যাব ❀ আশ্বিন মাসেতে নাথ বরিষার শেষ ॥ না আসিল প্রাণ বন্ধু না পুরে আবেশ ❀ কার্ত্তিক মাসে অবলার প্রাণ নহে স্থির ॥ সমস্ত রজনী কান্দি চক্ষে বহে নীর ❀ হেন কালে কেবা আসি কহিল বচন ॥ থাক২ ধৈর্য্য ধরি ওরে নিবারন ❀ পৌষ মাসে তোমার পতি আসিবে নিশ্চয় ॥ মন বাঞ্ছা হবে পুর্ণ নাহি কিছু ভয় এত শুনে খুসি প্রাণে গায় হৈল বল ॥ তৃষিয়ে পাইল যেন বরিষার জল ❀ শিশুয়ে পাইল হাতে পুর্ণিমার চাঁন ॥ অন্ধজনে পায় যেন পুনঃ চক্ষু দান ❀ অগ্রাণ পৌষ কাটে ধনি হস্তেতে গুনিয়া ॥ এই মাস বাদেতে আসিবে প্রাণ প্রিয়া ❀ সাজ শয্যা করি এথা রহ নিবারণ ॥ আবদূল আলীর কথা কিছু শুন দিয়া মন ❀ মুলাদি নগরে থাকে যাহার মোকাম ❀ দাওয়া পানি করি কিছু পাইল আরাম ❀ একসাল সেই খানে গুজরে যখন ॥ মাতা বধুর কথা তার হইল স্মরণ ❀ গৃহস্থগো বধু জাকে মাতা ডেকে ছিল ॥ কহিয়া সভাকে আবদুল বিদায় হইল ❀ এই মতে কিছু দিন গুজারিয়া যায় ॥ আপনা বাটিতে আবদুল আসিয়া পৌছায় ❀ নিবারনে দেখি স্বামী মাতা পুত্রের মুখ ॥ কান্দিয়া কাটিয়া সবে পাশরিল দুঃখ ❀ মোহাম্মদ ইউনুছ কহে ছালাম আমার ॥ ভুল চুক মাফ চাই ওয়াস্তে আল্লার ❀

——০ঃ সমাপ্ত ঃ০——

——০{❀}০——

পত্র লিখিবার ঠিকানা—
এম, আবদুল লতিফ, আবদুল হামিদ।
চক বাজার, ঢাকা।